

মুহাম্মাদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, সান্নিদ্
(محمّد انور شاہ کشمیری) : খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ, বিশিষ্ট
সংস্কারক 'আলাম ও দারুল-উলুম দেওবন্দ-এর প্রধান
শিক্ষক। তিনি ২৭ শাওওয়াল, ১২৯২/২৬ নভেম্বর, ১৮৭৫ সালে
দুধুওয়া (কাশ্মীরের লৌলার অঞ্চল)-এ জন্মগ্রহণ করেন।
তিনি মাওলানা ওলাম মুহাম্মাদ-এর নিকট কু'রআনুল-কারীম
বাণীত ফারসী ও 'আরবীর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।
তিনি দারুল-উলুম দেওবান্দ-এর খ্যাতির কথা শ্রবণ করিয়া
১৩০৭-১৩০৮ হি. সনে মৌল কিংবা সতের বৎসর বয়সে তথায়
গমন করেন। তথায় তিনি চারি বৎসর অবস্থান করিয়া মাওলানা
মাহমুদ হাসান (দ.), মাওলানা খালীল আহমাদ সাহারান-
পুরী (দ.) ও অন্যান্য উসতাদের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া
আনুমানিক বিশ বৎসর বয়সে কৃতিত্বের সহিত সমাপনী সনদ
লাভ করেন। অতঃপর তিনি মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাংগুহী
(দ.)-এর নিকট বায়'আত হন এবং তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ
বর্ণনা করার সনদ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। তিনি দিল্লীতে
হাকীম ওয়াসিল খান-এর নিকট ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা
করেন (দ. বাদরে 'আলাম গীরাতি, মুহাদ্দিমাঃ ফায়দুল-বারী,
কায়রো ১৯৩৮, পৃ. ১৭-২০); আনওয়ার শাহ মাস'উদী.
নাক'শ-ই দাওয়ায়াম, দিল্লী ১৯৭৮ খ., পৃ. ২৭-৩৭)।

তিনি দিল্লীর আমীনিয়াঃ মাদরাসায় তিন কিংবা চারি বৎসর
শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৩২৩/১৯০৫ সনে কাশ্মীরের
কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তির সহিত হারামায়ন শারীফায়ন (মক্কা-
মদীনা)-এর যিয়ারাত করেন। হিজায়র সফরকালে তিনি শায়খ
হাসান জিসর তারাবলিসীর (রিসালা হামীদিয়ার লেখক)
নিকট হইতে হাদীছ-এর সনদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি
কয়েক বৎসর যাবত দেওবন্দে হাদীছের অধ্যাপনা করেন (দ.
মুহাম্মাদ আজহার শাহ, হায়াত-ই আনওয়ার, দিল্লী ১৯৫৫ খ.,
পৃ. ৪-৬)।

হযরত শায়খুল-হিন্দ-এর ইনতিকালের (১৯২০ খ.) পর
শাহ সাহেব যথারীতি দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত
হন। তাঁহার প্রধান শিক্ষক থাকাকালে একদিকে বাংলা, বার্মা
ও মালয়েশিয়া, অপরদিকে তুর্কিস্তান ও আফ্রিকা মহাদেশ হইতে
আগত ছাত্র দেওবন্দে তাঁহার নিকট হইতে হাদীছের শিক্ষা লাভ
করে (মুহাম্মাদ মুসুফ বিল্লুরী, মুশকিলাতুল-কু'রআন, দিল্লী
১৩৫৭ হি. ও করাচী, পৃ. ৩-৪)।

তিনি অক্টোবর ১৯২৭ খ. পেশাওয়ারে অনুষ্ঠিত জাম'ইয়াত-ই
'উলামা-ই হিন্দ-এর বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি
সভাপতির ভাষণে সীমান্ত প্রদেশের ভৌগোলিক গুরুত্ব, ইংরেজদের
অত্যাচার এবং স্বাধীন জাতিসমূহের প্রতিবন্ধকতার উপর আলোক-
পাত করেন। সীমান্ত প্রদেশের জন্য অন্যান্য প্রদেশের সমান

সংস্কার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং সুযোগ-সুবিধার দান জানান। উপরন্তু নিপীড়িত মুসলিম মহিলাদের ধর্মত্যাগের তদারক, গৃহপা-সমূহের বিলোপ ও কন্যাদের জন্য পিতার সম্পত্তিতে অংশী-দারিত্বের ক্ষেত্রে শারী'আত প্রদত্ত অধিকার ও পাওনা প্রদান করার আহ্বান জানাইলেন (আনওয়ার শাহ মাস'উদী, নাক'শ-ই দাওয়া'ম, দিল্লী ১৯৭৮ খ., পৃ. ২০২-২৪৭,)।

সভার পর দারুল-ই-উলুম-এর ব্যবস্থাপক মণ্ডলীর সহিত কিছু গদক্ষেপের ব্যাপারে যখন মতবিরোধ দেখা দেয় তখন মাওলানা শাকীর আহ'মাদ 'উছ'মানী, মাওলানা বাদর-ই 'আলাম মীরাজী ও অন্য বহু 'আলিম ও কয়েক শত ছাত্রের একটি দলসহ তিনি জামি'আঃ ইসলামিয়াঃ ডাভেল চলিয়া যান। সেখানে ১৩৫১/১৯৩৯ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন।

শেষ বয়সে শাহ সাহেবের লক্ষ্য ক'াদিয়ানীদের বিরোধিতায় এবং তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি তাঁহার ছাত্রদেরকে ইসলাম প্রচার এবং লেখনী ও রচনার মাধ্যমে ক'াদি-য়ানীদের মুকাবিলা করার আহ্বান জানান। 'আল্লামাঃ ইক'বাল শাহ সাহেবের অনুপ্রেরণায় তাঁহার Islam and Ahmadism গ্রন্থ রচনা করেন (ড. মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী, ক'াদিয়ানী ফিতনাঃ, হ'ায়াত-ই আনওয়ার, সংকলক : মুহ'াম্মাদ আহহার শাহ, পৃ. ২৪৭-২৬৯, দিল্লী ১৯৫৫ খ.)। ১৯৩৩ খ. তিনি বাহাওয়াল-পুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজের এজলাসে এমন এক ঐতিহাসিক বিবরণ পেশ করেন যাহা ক'াদিয়ানী মতবাদের উপর তথ্যবহুল পর্যালোচনা এবং ক'াদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতার দাবি ও ভ্রান্ত ধারণাসমূহের বিরুদ্ধে এক অকাট্য দলীল হিসাবে বিবেচিত। ৩ সা'ফার, ১৩৫২/২৯ মে, ১৯৩৩ সালে তিনি ইনতিকাল করেন এবং দেওবন্দেই তাঁহাকে দাফন করা হয়।

জান-গরিমা : সায়্যিদ সুলতানমান নাদব'ীর বর্ণনামতে "মাওলানা মুহ'াম্মাদ আনওয়ার শাহ দূরদৃষ্টি, অসাধারণ মেধা ও স্মরণশক্তিতে অতুলনীয় ছিলেন। হাদীছ'ের হা'ফিজ ও পর্যালোচক, আরবী সাহিত্যের উদ্ভূতদের পণ্ডিত, মুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী, আরবী কাব্যে বিশেষজ্ঞ এবং যুহুদ ও তাক'ওয়ায় অদ্বিতীয়" (সাদ-ই রাফতগান, করাচী সং., পৃ. ১৪৬)। মাওলানা আশরাফ 'আলী খানাব'ী, মাওলানা শাকীর আহ'মাদ 'উছ'মানী ও 'আল্লামাঃ ইক'বাল 'ইলমের কোনও কোনও জটিল বিষয়ের সমাধানের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন (ড. সা'ঈদ আহ'মাদ আকবার আব্বাদী, হ'ায়াত-ই আনওয়ার, পৃ. ১৬৩-১৬৬)।

শাহ সাহেবের খ্যাতিমান ছাত্রবৃন্দ : মাওলানা মানাজির আহ'সান গীলানী, মুফতী মুহ'াম্মাদ শাফী, মুহ'াম্মাদ ইদরীস কানধলাব'ী, বাদর-ই 'আলাম মীরাজী, মুহ'াম্মাদ মুসুফ বিমুনী, মাওলানা ক'ারী মুহ'াম্মাদ ত'ায়্যিব, হাবীবুর-রাহ'মান 'আজ'ামী, সা'ঈদ আহ'মাদ আকবার আব্বাদী ও মুহ'াম্মাদ চেরাগ (ওজরানওয়ালাহ) [আবদুর-রাশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান, লাহোর, পৃ. ২৯৭-২৯৮]।

রচনাবলী : শাহ সাহেব কুরআনুল-কারীম, হাদীছ' ও ইসলামী ফিক'হ-এর কতক জটিল বিষয়, কালামশাস্ত্রের মাস-'আলাসমূহ, উম্মাতের মধ্যে মতবিরোধ সম্পর্কীয় বিষয়াদি এবং সা'হীহ' (মুহ'াম্মাদী) 'আক'াইদ-এর মূল উৎস ও মৌল

নীতির উপর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এইগুলি সবই আরবী ভাষায় রচিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার হাদীছের পাঠদান সম্পর্কীয় বক্তৃতামালা এবং বিভিন্ন স্মৃতি ও ঘটনা তাঁহার ছাত্রগণ সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

- (১) মুশকিলাতুল-কু'রআন (দিল্লী সং), কুর'আনুল-কারীম-এর কতিপয় জটিল আয়াতের ব্যাখ্যাসম্মিলিত স্মৃতিপঞ্জীর সংকলন, যাহার প্রকাশক মাওলানা মুসুফ বিনুনুরী। ইহার গুরুতে বিভূ সংকলকের একটি দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় উহাতে বিভিন্ন তাফসীর, উহার বিশেষ বৈশিষ্ট্যাবলীর বিবরণ এবং ই'জামুল-কু'রআনের একটি জ্ঞানগর্ভ বিবরণ রহিয়াছে; (২) ফায়দুল-বারী, সাহ'হ আল-বুখারীর ভাষ্য (কায়রো ১৯৩৮ খ.), ইহা শাহ সাহেবের সাহ'হ বুখারীর দারস শ্রুতলিপি আকারের ভাষ্য, মাহা মাওলানা বাদর-ই 'আলাম মীরাজী ও মাওলানা মুসুফ বিনুনুরী (র) আরবী ভাষায় চারি খণ্ডে কায়রো হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভাষ্য গ্রন্থে কু'রআন, হাদীছ, কালাগ, ফালসাফাঃ (দর্শন) ও অনস্কার শাস্ত্র (معانی و بلاغة)-এর আলোচনা করিয়াছেন; (৩) আনওয়ারুল-মাহ'মুদ ফী শারহ' সুনানি আবী দাউদ, সুনান আবী দাউদ-এর উপর পাঠদানের শ্রুতলিপি। ইহা মাওলানা মুহাম্মাদ সিদ্দীক দুই খণ্ডে সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; (৪) 'আরফুশ-শায'ী বি-শারহি' জামি'ই-ত-তিরমিয'ী, শাহ সাহেবের জামি' তিরমিয'ীর উপর বক্তৃতার শ্রুতলিপি। ইহা মাওলানা মুহাম্মাদ চেরাগ (গুজরানওয়ালাহ) পাঠদানের সময় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; (৫) 'আকী'-দাতুল-ইসলাম ফী হাদীয়াতি 'ঈসা 'আলায়হিস-সালাম, এই গ্রন্থে মাসীহ 'আলায়হিস-সালামের জীবিত থাকার 'আক'ীদাঃ সম্পর্কে কু'রআনুল-কারীমে বর্ণিত আয়াতসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা সম্বিবেশিত হইয়াছে; (৬) তাহি'য়াতুল-ইসলাম ফী হাদীয়াতি 'ঈসা 'আলায়হিস-সালাম, ইহাতে 'ঈসা ('আ) সম্পর্কে ইসলামী 'আকীদার সংযোজন ও ব্যাখ্যা রহিয়াছে; (৭) আত-তাস'রীহ বিমা তাওয়াতারা ফী নুযুলিল-মাসীহ' (বৈরুত সং), মাসীহ ('আ)-এর অবতরণ সম্পর্কে হাদীছ ও সাহ'াবান্নে কিরাম-এর বাণীসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহা মুফতী মুহাম্মাদ শাফী লিখিয়াছেন; (৮) ইকফারুল-মুলহি'দীন ফী দারুরিয়াতি'দ-দীন, ১২৮ পৃষ্ঠার; ইহাতে কুফর ও ঈমানের হাক'ীকাত-এর উপর আলোকপাত করা হইয়াছে; (৯) ফাস'লুল-খিতাব ফী মাস'আলাতি উম্মিল-কিতাব, ইমামের পিছনে সূরাঃ ফাতিহাঃ পাঠ সংক্রান্ত ভিন্ন মতামতের বিশদ বিবরণ। ইহাতে হানাফী দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করা হইয়াছে; (১০) নাসলুল-ফারকাদীন ফী মাস'আলাতি রাফ'ইল-মাদায়ন (দিল্লী সং), ১৪৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই পুস্তকে সালাতের পূর্বে ও পরে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত মাসআলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করা হইয়াছে; (১১) দারবুল-খাতাম 'আলাহ'দুছি'ল-'আলাম (দিল্লী সং), 'আক'াইদ ও ফালসাফার বহুল বিতর্কিত বিষয় حدوث العالم (বিষ্ণু সৃষ্টি ও পতনশীল)-এর সগক্ষীয় দলীল-প্রমাণগুলিকে চারি

শত পংক্তিতে উপস্থাপন করা হইয়াছে। এই পুস্তিকা 'আব্বায়াঃ
ইক'বাল-এর প্রশংসা অর্জন করে, (১২) খাতামু'ন-নাবিগীন,
অতমে নুবুওয়াত-এর উপর ফারসী ভাষায় লিখিত একটি উপদেশ
গ্রন্থ, (১৩) খামীনাভু'ল-আসরার (দিল্লী সং.), ইহাতে দামীরীর
হাম্বাতু'ল-হাম্বাওয়ান গ্রন্থ হইতে কতকগুলি ধর্মীয় কার্য ও
সি'কর-আম'কার আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বি'তর-এর
মাস'আলা ও 'ইলম গায়ব-এর উপরও তাঁহার রচিত গ্রন্থ
রহিয়াছে (মুহাম্মাদ রুসুফ বিনুরী, নাফহাতু'ল-আমবার,
পৃ. ১১১-২৩৯)।

গ্রন্থপঞ্জী : (১) মুহাম্মাদ রুসুফ বিনুরী, নাফহাতু'ল-
'আমবার, করাচী ১৯৬৯ খৃ. ; (২) ঐ লেখক, মুশকিলাতু'ল-
ক'রআন-এর মুকাদ্দিমাঃ, পৃ. ২-৬, দিল্লী সং. ; (৩) বাদর-ই
'আলাম খীরাতী, ফায়দু'ল-বারী, মুকাদ্দিমাঃ, পৃ. ১৭-২০, কায়রো
১৯৩৮ খৃ. ; (৪) 'আবদু'ল-হাম্বা, নুযহাতু'ল-খাওয়াতি'র, ৮খ.,
পৃ. ৮০-৮৪, হায়দরাবাদ, দাক্ষিণাত্য সং. ; (৫) কারীম বাখশ,
জাম্বা'উ'ল-ইহ'সান, লাহোর ১৩৫২/১৯৩৩ ; (৬) মুহাম্মাদ
আবহার শাহ, হাম্বাত-ই আনওয়ার, দিল্লী ১৯৫৫ খৃ. ; (৭)
আনজার শাহ মাস'উদী, নাক'শ দাওয়াম, দিল্লী ১৯৭৮ খৃ. ;
(৮) 'আবদু'র-রাশীদ আরশাদ, বীস বড়ে মুসলমান, পৃ. ৩৭০-
৪০০, লাহোর ১৯৭০ খৃ. ; (৯) সান্নিাদ সুলায়মান নাদবী,
সাদ রাকতগান, পৃ. ১৪৬, করাচী সং. ।

নাযীর হ'সান (দা.মা.ই.)/আবদুল জলিল